গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মে/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৭-০৬-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মে/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম'কে সভা শুরু করার জন্য আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভা শুরু করেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব এ বি এম আজাদ এনডিসি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার, পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জনাব এ কে এম বেনজামিন রিয়াজী এবং গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক **বেগম রুখসানা নাজমা ইছহাক**'কে স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এপ্রিল/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা, বিএমডি, জিএসবি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ চলমান রয়েছে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ নিরসনের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলার সাথে	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (গ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি বাবদ অর্থ বরাদ্দ চেয়ে	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	বিপিসির অধিকাংশ বকেয়া দেনা-পাওনা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। কারণ অর্থ বিভাগ কর্তৃক পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত একনেক সভায় সৈয়দপুর-রংপুর-পীরগঞ্জের ডিস্ট্রিবিউশন লাইন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। সেখানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক পেট্রোবাংলা হতে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এলএনজি খাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে পেট্রোবাংলা অচিরেই দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্প ও পেট্রোবাংলাকে জিওবি খাত হতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। সভাপতি বলেন যে, জিওবি খাত হতে টাকা পাওয়া যাক বা না যাক আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি হলে এখান হতে অনেক টাকা কমে যাবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ নিরসনে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থ বিভাগের নিকট এলএনজি খাতে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা চাহিদার বিপরীতে মাত্র ১০০০.০০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফলে আগামী অর্থবছরে এলএনজি খাতে টাকা পরিশোধে পেট্রোবাংলা আশংকার মধ্যে থাকবে। সভাপতি জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এলএনজি খাতে ভর্তুকি বাবদ অর্থ বিভাগের নিকট পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	পেট্রোবাংলা হতে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	
৩.২	সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এনবিআর এর সাথে গত সভার	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এনবিআর এর সভার সিদ্ধান্ত	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি

	কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, এনবিআর এর সাথে কমিটমেন্ট অনুযায়ী ভ্যাট বাবদ ৫০০ কোটি টাকা এবং এলটিইউ খাতে ৪৮২ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এনবিআর এর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ করে বিপিসির ৩টি কোম্পানির নিকট সরকারি পাওনা পরিশোধ করতে হবে। সভাপতি চলমান লকডাউনের পরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও এনবিআর এর সমন্বয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি বাবদ আরো ১০০০.০০ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং যার আর্থিক জি.ও ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি খসড়া নীতিমালাটি দ্রুত প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তরের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, যে সকল কোম্পানির ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করা হয়নি তাদের কার্যক্রম চলমান আছে। যে সকল কোম্পানি অদ্যাবধি ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করেনি তাদেরকে পরবর্তী এজিএমের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	অনুযায়ী বিশেষ করে বিপিসির ৩টি কোম্পানির নিকট সরকারি পাওনা পরিশোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) চলমান লকডাউন শেষ হওয়ার পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও এনবিআর এর সমন্বয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহ্বান করতে হবে। (ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালা প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (ঙ) যে সকল কোম্পানি ইক্যুইটি খাতের টাকা অদ্যাবধি পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করেনি তাদেরকে পরবর্তী এজিএমের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	

৩.৩	**বিস্ফোরক পরিদপ্তর:** উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় জানান যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতভাবে যথাযথ বিবেচিত হওয়ায় তা মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ পর্যায়ে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে করণীয় কিছু নেই। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩.৪	**হাইড্রোকার্বন ইউনিট:** মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম ইদানিং অনেক কমে গিয়েছে। ফলে গ্রাহকদের ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি কয়েকদিন আগে বিস্ফোরক পরিদপ্তরে আকস্মিক ভিজিট করেছেন এবং গ্রাহকদের ভোগান্তি যাতে না হয় সে জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ড্যাশবোর্ডে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনলাইন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। যাতে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করা যায়।	(ক) ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদের বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে। (খ) ড্যাশবোর্ডে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনলাইন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৫	**খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি):** মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, নির্দেশনা অনুযায়ী হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন হলহলিয়া মৌজায় জব্দকৃত সিলিকা বালু বিএমডি'র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়টি অবহতিকরণের নিমিত্ত চালানের ছায়ালিপিসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে জব্দকৃত পাথর দ্রুত নিলাম প্রদানের বিষয়ে গত ৩০-০৫-২০২১ তারিখ জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় করে উন্মুক্ত নিলাম প্রক্রিয়ায় বিক্রয়পূর্বক সম্পাদিত কার্যক্রমের বিষয়ে পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলটেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসক, সিলেট কর্তৃক এ কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হচ্ছে না। তাই তিনি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবকে আহ্বায়ক ও জেলা প্রশাসক, সিলেট'কে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু ইতোপূর্বে বিষয়টি সমাধান করা সম্ভব হয়নি সেহেতু কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি যে সমাধান করা যাবে তার নিশ্চয়তা কম। সভাপতি বিষয়টি নিয়ে অদ্যই মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলবেন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। মহাপরিচালক আরো জানান যে, সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে পাথর মহালকে বালুমহাল ঘোষণা করে প্রদানকৃত ইজারা বাতিলের জন্য জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ'কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, গেজেট বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জেলা প্রশাসক এ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না। তাই এ বিষয়ে তদন্তের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে জব্দকৃত পাথরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (খ) সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে পাথর মহালকে বালুমহাল হিসেবে প্রদানকৃত ইজারার বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দিতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিএমডি
৩.৬	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, জেজিটিডিএসএল এর সাথে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর	(ক) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশনের রায় বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	অপারেশন অনুবিভাগ/ ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/সংশ্লিষ্ট

	ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলেট ডিভিশন হতে গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়া গেছে। সাটিফাইড কপি পাওয়ার পর অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী জেজিটিডিএসএল-এর অনুকূলে BERC নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল পরিশোধএবং বকেয়া গ্যাস বিল ৯০,২৫,০৭,৪২৩/-(নব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকা হতে ১০.০০ কোটি টাকা চলতি বিলের সাথে পরিশোধ এবং অবশিষ্ট ৮০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকার মধ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধের জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ ইতোমধ্যে ১০.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে এবং BERC নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী মার্চ,২০২১ ও এপ্রিল,২০২১ মাসের গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে। তছাড়া, জেজিটিডিএসএল ও লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ক বিদ্যমান জটিলতার কারণে চলমান International Arbitration মামলার বিষয়ে লাফার্জ জেজিটিডিএসএল বরাবর Arbitration Notice প্রেরণ করায় এবংArbitrator নিয়োগ করায় জেজিটিডিএসএল কর্তৃক প্রথমে ঢাকাস্থ আইনী প্রতিষ্ঠানে ALLIANCE LAWS এর পার্টনার ব্যারিষ্টার মঈন গণিকে স্থানীয় কাউন্সেল/পরামর্শদাতা, আইনী প্রতিষ্ঠান Foley Hoag LLP, USA-কে আন্তর্জাতিক কাউন্সেল/পরামর্শদাতা এবং Ms Sophie Nappert কে জেজিটিডিএসএল এর পক্ষে Arbitrator নিয়োগ করা হয়েছে এবং উক্ত Arbitrationমামলা	পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ)) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে একটি write up তৈরি করে দ্রুত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (গ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অন্যান্য কোম্পানি

	বর্তমানে চলমান আছে। সভাপতি এ বিষয়ে একটি write up প্রেরণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির নিমিত্ত বিপিসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে শীঘ্রই কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
৩.৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, তৃতীয় চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৪,৮০০-৫,০০০ টন কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ আগামী ১০ আগস্ট ২০২১ তারিখে শেষ হবে। চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০ জুলাই ২০২১ তারিখের মধ্যে উৎপাদন সম্পন্ন করার বিষয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে। সে অনুযায়ী পিডিবিকে কয়লা সরবরাহের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। নতুন চুক্তির জন্য টেকনিক্যাল অফার গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফিন্যান্সিয়াল অফার ওপেন করা হয়েছে। ফিন্যান্সিয়াল অফার চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও নেগোসিয়েশন করার পরে যত দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হবে তত দ্রুত উৎপাদন গ্যাপ কমানো যাবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, পাথর উৎপাদন ও বিক্রির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। জিটিসির সঙ্গে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। জিটিসির সাথে নতুন করে চুক্তির বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।	কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল

৩.৮	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমপিএল জানান যে, এমপিএল এর আওতায় মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি প্রায় ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। বিশাল কার্যপরিধি ও করোনা পরিস্থিতির কারণে খুব বেশি পরিমাণে কাজের অগ্রগতি হয়নি। তবে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক বসানো হয়েছে এবং একটি ডিসপেন্সিং ইউনিট প্রস্তুত আছে। উক্ত ডিসপেন্সিং ইউনিটের মাধ্যমে উদ্বোধনযোগ্য করা যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি বলেন যে, একটি ডিসপেন্সিং ইউনিটের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হলে আংশিক বাস্তবায়ন দেখানো সম্ভব হবে। সভায় পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল এর আওতায় স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনের কাজের অগ্রগতির স্থির চিত্র উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতির স্থির চিত্রসহ প্রমাণক আকারে প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মুজিব বর্ষ এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মধ্যে এমপিএল কর্তৃক স্থাপিত একটি মডেল ফিলিং স্টেশনের ডিসপেন্সিং ইউনিট আগামী ৩০-০৬-২০২১ তারিখের মধ্যে আংশিক উদ্বোধন করতে হবে এবং উদ্বোধনকৃত মডেল ফিলিংসহ বাকী দুটির অগ্রগতির স্থিরচিত্র দিয়ে প্রমাণক তৈরি করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/অপারেশন-১ শাখা/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং
৩.৯	ব্যবস্থাপনা পরিচারক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-কে এ পর্যন্ত ২০ কোটি ৭৮ লাখ ৮০ হাজার ৯৯২ টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। পূর্বের বকেয়া হতে আর কোন টাকা পরিশোধ করেনি। বকেয়া পরিশোধের জন্য পিওসিএল এর পক্ষ হতে বাংলাদেশ বিমানের সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: কর্তৃক কারেন্ট বিলগুলো পরিশোধ করা হচ্ছে। সভাপতি পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায় অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিমিটেড জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় ১০ (দশ) একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ক্রয়ের নিমিত্তে এলপি গ্যাস লিমিটেড একটি কমিটি গঠন	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে নিজস্ব অর্থায়নে এলপিজি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের জন্য সীতাকুন্ড উপজেলায় জমি ক্রয়ের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত এলপিজি প্ল্যান্ট ও	অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ

	করেছে। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় ১০(দশ) একর জমি ক্রয়ের নিমিত্তে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক গঠিত কমিটি'র মাধ্যমে কয়েকটি জমি/জায়গা পরিদর্শন করে জমি চিহ্নিত করার কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য ০৯-০৩-২০২১ তারিখে EOI আহবান করা হয়েছে। EOI দাখিলের সর্বশেষ তারিখ (৩০-০৩-২০২১ তারিখে) ৫টি প্রতিষ্ঠান EOI দাখিল করেছে। Feasibility Study করার জন্য ৫ (পাচঁ)টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া যায়; যা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের পর মোট ৪(চার)টি যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট Request for Proposal (RFP) প্রেরণের জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট Request for Proposal (RFP) প্রেরণের নিমিত্তে RFP প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য বিপিসি'তে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প দুটির ডিপিপি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট জানতে চান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, ডিপিপি তৈরির কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু করা হয়নি। সভাপতি বর্ণিত প্রকল্প দুটির ডিপিপি তৈরির কার্যক্রম এখন থেকেই শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প দুটির ডিপিপি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	

৩.১০	উপসচিব (বাজেট) সভায় মে/২০২১ পর্যন্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করেন। চলমান লকডাউন পরিস্থিতিতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন না করতে পারায় অডিট আপত্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম নিষ্পত্তি হচ্ছে। তিনি জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা শুরু করার জন্য অডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সভাপতি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (বাজেট) আরো জানান যে, বর্তমান করোনা মহামারীজনিত কারণে পিএ কমিটির চাহিদা মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন সরবরাহ না করার বিষয়টি পিএ কমিটিকে বাজেট অধিশাখা হতে গত ০৯-০৬-২০২১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	বাজেট শাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১১	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০২১ মাসের বিচারাধীন মামলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিষ্পত্তি হয়েছে-৬টি, পক্ষে আছে-৬টি, বিপক্ষে নেই এবং পেন্ডিং আছে ২০৫৩টি। বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০২১ পর্যন্ত পেন্ডিং বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৪০টি। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো শুনানির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের ন্যায় একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে একটি সভা করা প্রয়োজন। উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে,	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও কনটেম্পট মামলাসমূহ নিয়ে শীঘ্রই একটি সভা আহবান করতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ শাখা/অপারেশন-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহে কনটেম্পট মামলাগুলো মূলতঃ বিভিন্ন সময়ে আউটসোর্সিং ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া কর্মচারীরা দায়ের করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঠিক তদারকি ও গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এ কনটেম্পট মামলাগুলোতে হারতে হচ্ছে। মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, মহাপরিচালক, বিএমডির বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিছানাকান্দি পাথর কোয়ারি নিয়ে একটি কনটেম্পট মামলা হয়েছে। তিনি এ সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে একটি আইন কোষ ও এর অধীনে একজন আইনজীবী থাকা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি আপাততঃ গুরুত্বপূর্ণ ও কনটেম্পট মামলাসমূহ নিয়ে শীঘ্রই একটি সভা আহ্বানের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অভিযান একটু ধীর গতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। যে সকল কোম্পানির ই-দরপত্রের সংখ্যা কম হয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ই-দরপত্রের তথ্যাদির ছকে ই-জিপির অংশ একটি কলাম যুক্ত করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।		

৩.১২	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়ালি হবে কি-না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩০-০৬-২০২১ তারিখে শেষ হবে। উক্ত চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে কী কী প্রমাণক সরবরাহ করতে হবে সে সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। তাই সে অনুযায়ী প্রমাণক সরবরাহের জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের তিনি অনুরোধ করেন। সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রমাণক প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রিপেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৫০,০০০টি; যা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। সভাপতি এ জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নে পেট্রোবাংলার প্রণোদনা প্রাপ্তিতে সভাপতি চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পেট্রোবাংলাকে প্রণোদনা প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরো দক্ষতার সাথে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের শাখা/অধিশাখাসমূহে ই-নথির ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। (খ) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রমাণক প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে হবে। (গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের শাখা/ অধিশাখাসমূহে ই-নথির ব্যবহার বাড়াতে হবে।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১৩	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, খসড়া আইনটি গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন হয়েছে। নীতিগত অনুমোদনকৃত খসড়া আইনটি ভেটিংয়ের জন্য গত ১৯-০৫-২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনের কতিপয় ধারার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব গত ২৩-০৬-২০২১ তারিখে সাক্ষাৎ করে পর্যবেক্ষণ দেন। উক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে খসড়া আইনটি সংশোধনক্রমে ইতোমধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমির ব্যবহার স্বত্ব গ্রহণ বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, যেহেতু এটি একটি বিধিমালা হবে সেহেতু রেগুলেটরি অথরিটি হিসেবে এটি প্রণয়নের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	(ক) 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' খসড়া আইনে দ্রুত ভেটিং গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) ভূমির ব্যবহার স্বত্ব গ্রহণ বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়ে পেট্রোবাংলা ও এ বিভাগের সমন্বয়ে আলোচনা সভা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও পেট্রোবাংলা
৩.১৪	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ টাস্কফোর্স কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)'কে তিনটি কোম্পানির দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনটি কোম্পানি হচ্ছে পিজিসিএল, কেজিডিসিএল ও বিজিডিসিএল। টাস্কফোর্স কমিটির গত ১২-০১-২০২১ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিলো বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ ও সিএনজি গ্রাহকদের মধ্যে যাদের ৪৫ দিনের উর্ধ্বে বিল বকেয়া আছে তাদের	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (গ) ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/অপারেশন-৪ শাখা/পেট্রোবাংলা/ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

	খেলাপী ঋণের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। যে সকল গ্রাহক সবচেয়ে বেশি সময় ধরে বিল প্রদান করছে না তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ১২০% এর অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ছয় মাসের মধ্যে খেলাপী বিল শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য মাইকিং করে অবহিত করতে হবে। বকেয়া বিল পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং বকেয়া বিল সংক্রান্ত যে সকল মামলা চলমান আছে তা বিজ্ঞ কৌশলীর মাধ্যমে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তিনটি কোম্পানির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে রয়েছে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। বাখরাবাদ গ্যাসের ৩০-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৭২৫.৮৯ কোটি টাকা। ৩০-০৪-২০২১ তারিখ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৭০.০৯ কোটি টাকা। বকেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪.২০ কোটি টাকা। বকেয়ার পরিমাণ তো কমেইনি বরঞ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে। বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ফলাফল কাংক্ষিত মাত্রায় পৌঁছেনি। সভাপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল বলেন যে, গত কয়েক মাসে তিতাসের বকেয়ার পরিমাণ কমে এসেছে এবং পর্যায়ক্রমে এর পরিমাণ আরো কমে আসবে। সভাপতি বকেয়া আদায় ত্বরান্বিতকরণ এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।		

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.২৫৯

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৮
০৪ জুলাই ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৭) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৮) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৯) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১০) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব